তারিখ ... JUL..1 ... 1999 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪....

দৈনিক ইনকিলাব

মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন বাতিলের আদেশ প্রত্যাহার করুন

—— বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ দেশের বেশ কিছু মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার, এমপিওভুক্তি বাতিল এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বন্ধ করা সংক্রান্ত সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামসহ দেশের লক্ষাধিক মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে চরম হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। বিশিষ্ট আলেম সমাজ এটিকে একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, দেশের ইসলামী শিক্ষা বিনষ্টকারী একটি বিশেষ মহল এর সাথে সুকৌশলে বিভিন্নভাবে জড়িত। তারা চায় না, এ দেশে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার হোক। তারা চায়, এ দেশে ইসলামী শিক্ষা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাক। তারা চায়, এ দেশের মসজিদ থেকে উচ্চারিত আজানের ধ্বনি বন্ধ ১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন বাতিলের আদেশ প্রত্যাহার করুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়ে যাক। তারা এ দেশের অগণিত ধর্মপ্রাণ মুসলমানের হৃদয় থেকে ধর্মীয় শিক্ষা এমনকি আল্লাহর নাম পর্যন্ত মুছে ফেলতে চায়। কিন্তু দেশের দলমত-নির্বিশেষে জাগ্রত তৌহিদী জনতা বেঁচে থাকতে তা কিছুতেই হতে দেবে না। তারা কোটি কোটি মুসলমানের ঈমান ও আকিদার পরিপন্থী এই বিশেষ মহলের অশুভ চক্রান্তকে ধূলিস্মাৎ করে দেবে।

এই অশুভ চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের মহাসচিব মাওলানা এম এ লতিফসহ শতাধিক নেতৃবৃন্দ গতকাল (বুধবার) এক যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন একটি অরাজনৈতিক পেশাজীবী সংগঠন। এই পেশাজীবী সংগঠনের সদস্য সংখ্যা লক্ষাধিক। সরকারের সাথে এই লক্ষাধিক মাদ্রাসা শিক্ষকের কোন বিরোধ নেই। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রীর মাঝে লক্ষাধিক এই মাদ্রাসার শিক্ষকের ভুলভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য একটি চক্র বহু পূর্ব হতে বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে সরকারকে ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে আসছে । এর ফলশ্রুতিতে ইতিমধ্যেই দেশের প্রচলিত আইনে বহু মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার, কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন বাতিল করার সুনির্দিষ্ট আদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে জারি করে সরাসরি মাদ্রাসায় আদেশের কপি দেয়া হয়। উক্ত আদেশে যে অজুহাত দেখানো হয়েছে তা খুবই দুর্বল। কারণ একতরফাভাবে থানা পর্যায়ে শুধু মাদ্রাসাগুলো সার্ভে করানোর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অন্য দিকে থানা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে শিক্ষা কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা বোর্ড, ব্যানবেইস, অডিট ইন্সপেকশন বিবিধ সরকারী সংস্থার কর্মকর্তা থাকা সত্ত্বেও শুধু থানা পর্যায়ের কর্মকর্তার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রচলিত বিধি ভঙ্গ করে অযৌক্তিকভাবে অজুহাত পেশের মাধ্যমে মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন মে '৯৯ হতে বাতিল করা হয়েছে। এটি শুধু অমানবিকই নয়— সম্পূর্ণ বেআইনীও বটে। আমরা মনে করি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের নজিরবিহীন আদেশের ফলে সরকারের সাথে লক্ষাধিক মাদ্রাসা শিক্ষকের সম্পর্কের বিরাট ফাটল ধরবে। এখানে উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর স্পষ্ট ঘোষণার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই ধরনের আদেশ জারির মাধ্যমে সরকারের কথা ও কাজের মধ্যে অসামঞ্জস্য ও দূরত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর মধ্যে একটি অশুভ শক্তি পর্দার আড়ালে কাজ করছে। সরকারের এ বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত। নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা সরকার এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে যে সকল মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও মে '৯৯ হতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বাতিলের আদেশ দেয়া হয়েছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্য জোর দাবী জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, দেশের প্রচলিত আইনে যদি কোন প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষক অভিযুক্ত হয়, তাহলে তা নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক বিধি-বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা বিভাগে অপচয় ও আত্মসাতের কথাটা [illegible] বলার পূর্বে [illegible] নজিরবিহীন অযৌক্তিক আদেশ বাতিল করে সকল স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য নীতিমালা প্রণয়নকরতঃ রেজিঃ প্রাইমারীর মত কর্মরত এ সকল শিক্ষকের ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে অবিলম্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে চালু করার জন্য আমরা পুনরায় দাবী জানাচ্ছি। এ সকল শিক্ষক-কর্মচারীর চোখের পানি মাটিতে পড়ার পূর্বে অন্যান্যের সাথে তাদের বেতন-ভাতাও ছাড় করার জন্য আমরা উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

এ ব্যাপারে যারা বিবৃতি দিয়েছেন তারা হলেন ঃ মাওলানা এম এ লতিফ, মাওঃ আবদুস সালাম, মাওঃ আমিন উল্যাহ, মাওঃ ছালেহ, মাওঃ মাজহার আহম্মদ, মাওঃ রূহুল আমীন খান, মাওঃ নুর মোহাম্মদ খান, মাওঃ আবদুর রহমান বেলাশী, মাওঃ ইউনুছ, মাওঃ জয়নাল আবেদীন, মাওঃ শামছুল হক, মাওঃ শাব্বির আহাম্মদ, মাওঃ শফিউদ্দিন, মাওঃ আবদুল বাতেন, মাওঃ গিয়াস উদ্দিন, মাওঃ কফিল উদ্দিন, মাওঃ মাছুম বিল্লাহ, মাওঃ শামছুল হক কাছেমী, মাওঃ ইসমাইল, মাওঃ ইউসুফ, মাওঃ নুরুল ইসলাম, শামছুদ্দীন, মাওঃ মোজাম্মেল হোসেন, মাওঃ ওছমান গনি, মাওঃ আবদুল ওয়াজেদ, মাওঃ আলী হোসেন, মাওঃ জালাল উদ্দিন, মাওঃ শামছুল আলীম, মাওঃ আবদুর রব, মাওঃ আবদুর রশীদ, মাওঃ খলিলুর রহমান, মাওঃ আবদুল্যাহ, মাওঃ করিমুল মোস্তফা, মাওঃ আবদুল মজিদ, মাওঃ মোশাররাফ হোসেন, মাওঃ আবদুল হাই, মাওঃ মোস্তাফিজুর রহমান, মাওঃ মমতাজ উদ্দিন, মাওঃ সিরাজুল ইসলাম, মাওঃ আবদুর রহমান রাজৈর, মাওঃ ছদর উদ্দিন, মাওঃ নজরুল ইসলাম, মাওঃ আবদুল জলিল, মাওলানা তাজুল আলম, মাওঃ ইসহাক, মাওঃ জয়নুল আবেদীন, মাওঃ আশরাফ আলী দেওয়ান, মাওঃ রূহুল আমীন, মাওঃ আবু তালেব, মাওঃ নূর মোহাম্মদ, মাওঃ বজলুর রহমান প্রমুখ।

জামায়াতে ইসলামী

সাতক্ষীরা জেলার ৩৬টি এবং রংপুরের দুই শতাধিক মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও বেতন বন্ধ করার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান গতকাল এক বিবৃতি প্রদান করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, সাতক্ষীরা জেলার ৩৬টি এবং রংপুরের দুই শতাধিক মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও বেতন বন্ধ করার ঘটনার মধ্যদিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ৪ হাজার মাদ্রাসা বন্ধের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আওয়ামী লীগ এদেশে 'পুনরায় ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা চাপিয়ে দেয়ার পাঁয়তারা করছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ এদেশে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নানাভাবে ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। মৌলবাদ উৎখাতের নামে যারা ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলতে চায় আওয়ামী লীগ তাদেরই দোসর হিসেবে কাজ করছে বলে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যেসব মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও বেতন বন্ধ করা হয়েছে অবিলম্বে সেসব মাদ্রাসার স্বীকৃতি পুনঃ বহাল ও বেতন চালু করার জন্য আমি সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছি।

জামায়াত নেতা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, সরকার যদি মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধের ষড়যন্ত্র বন্ধ না করে তাহলে তার পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আমীর হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করীম পীর সাহেব চরমোনাই এক বিবৃতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে দাখেল, আলেম, ফাজেল ও কামিল মাদ্রাসা বন্ধের ঘোষণায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের এহেন পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছেন।

বিবৃতিতে পীর সাহেব বলেন, এই সরকার ক্ষমতায় এসেই ইসলামী শিক্ষার বাহন মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দেশের কওমী মাদ্রাসার বিরুদ্ধে নানা রকম হয়রানিমূলক পদক্ষেপ নেন। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেছে ফলে হাজার হাজার দ্বীনি শিক্ষায় অনুরাগী ছাত্ররা কোরআন হাদীসের ইলম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পীর সাহেব বলেন, বৃটিশ আমল থেকে পরিচালিত আলীয়া নেছাবের মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার পদক্ষেপ মূলত দেশ থেকে কোরআনী শিক্ষা ধ্বংস করে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। পীর সাহেব হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, যুগ যুগ ধরে চলে আসা ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না।

ইসলামী সংগ্রামপরিষদ

ইসলামী সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং সেক্রেটারী জেনারেল যথাক্রমে আলহাজ অধ্যক্ষ মাওলানা মাইনুল আবেদীন, মাওলানা আব্দুস সামাদ আল মাদানী এক যুক্ত বিবৃতিতে মাদ্রাসা বন্ধের ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, সম্প্রতি সরকার কর্তৃক শত শত বছর থেকে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংস ও খতম করে দেয়ার নিমিত্তে দেশের একাধিক জেলার প্রায় ৪ হাজার মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও বেতন বন্ধ করার এ পদক্ষেপ সরকারের ইসলাম বিরোধিতার চরম বহিঃপ্রকাশ।

নেজামে ইসলাম

নেজামে ইসলাম পার্টির ঢাকা মহানগর সভাপতি মাওলানা মুফতী জিয়াউল মজুমদার বলেছেন, প্রশাসনে ঘাপটি মেরে থাকা ইসলাম বিদ্বেষী চক্র মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধের ষড়যন্ত্রে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। গতকাল ঢাকায় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সমাজ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি এইচ এম আবু তাহের খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন নেজামে ইসলামের নগর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোখলেছুর রহমান কায়েসী, ছাত্র সমাজ মহাসচিব আজিজুল হক ইসলামাবাদী ও শেখ ইসমাইল হোসেন প্রমুখ। সভাপতির ভাষণে তাহের খান সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার, এমপিওভুক্তি বাতিল এবং শিক্ষকদের বেতন ভাতা বন্ধ করার মাধ্যমে যে কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় এর পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া

বাংলাদেশ জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার সভাপতি মাকসুদ উল্লাহ আমিনী ও প্রচার সম্পাদক বদরুল ইসলাম এক যুক্ত বিবৃতিতে পূর্ব ঘোষণা ও সতর্কীকরণ ছাড়া রংপুর ও সাতক্ষীরা জেলার দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষার্থী শূন্যের অজুহাত দেখিয়ে মাদ্রাসা বন্ধ ঘোষণার তীব্র নিন্দা জানান।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে দ্বীনি শিক্ষার বাহন মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র বন্ধের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।